দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 2 8 APR 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

শিক্ষা বোর্ড ও শিক্ষা অধিদপ্তরের পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত

শিক্ষার্থীর অভিভাবকরা বিপাকে

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে বয়সসীমা নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। সম্প্রতি ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে নবম শ্রেণীতে ভর্তির বয়সসীমা সংক্রান্ত একটি পরিপত্র জারি করলে এ বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ম অনুযায়ী ৬ বছরের নিচে একটি শিশু প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারে না। অধিদপ্তরের এ নিয়ম মেনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হতে হলে বয়স ৬ বছর পূর্ণ হতে হয়। এ ধারাবাহিকতায় নবম শ্রেণীতে উক্ত শিক্ষার্থীর বয়স ১৪ অতিক্রম করে। কিন্তু সম্প্রতি ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক জারি করা পরিপত্রে বলা হয়, শিক্ষার্থীর বয়স ১২ বছর পূর্ণ না হলে এবং ১৮ বছরের অধিক হলে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে না। শিক্ষা বোর্ডের পরিপত্র অনুযায়ী ১২ বছর পূর্ণ হলেও শিক্ষার্থীরা নবম শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে। অথচ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ম অনুযায়ী নবম শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর বয়স ১৪ বছর অতিক্রম করে। শিক্ষা বোর্ডের পরিপত্র অনুযায়ী ৮/৯ বছর বয়স হলেই শিশু প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করবে।

এ ব্যাপারে রাজধানীর একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী রবিউল ইসলামের পিতা অভিযুক্ত হক জানান, প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির বয়স অনুযায়ী তার সন্তানের বর্তমান বয়স ১৪ বছরের বেশি। সে অনুযায়ী এসএসসি পরীক্ষার সময় তার বয়স হবে ১৬ বছরের বেশি। বোর্ডের পরিপত্র অনুযায়ী আমার সন্তানের বয়স দুই বছর কমাতে হবে। তিনি জানান, সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে দুই বছর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সকল অভিভাবকই চাইবেন, তার সন্তানের বয়স সর্বনিম্ন হোক।

রাজধানীর গভঃ ল্যাবরেটরি স্কুলের এক শিক্ষক জানান, শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ম অনুযায়ী প্রথম শ্রেণীতে শিক্ষার্থীরা যে বয়সে ভর্তি হয়েছে, সে অনুযায়ী নবম শ্রেণীতে তাদের বয়স ১৪ বছর। বোর্ডের পরিপত্র পেয়ে অভিভাবকরা তাদের সন্তানের বয়স কমানোর জন্য স্কুলে ভিড় জমাচ্ছেন। ইতিমধ্যে শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন ফরম বোর্ড অফিসে পাঠানো হয়েছে। অথচ অভিভাবকরা চাইছেন বয়স কমানোর জন্য। তিনি বোর্ড ও শিক্ষা অধিদপ্তরের দুইরকমের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেন। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরিদর্শক মোঃ মোজাহার হোসেন জানান, একজন শিক্ষার্থীর বয়স ১২ বছর পূর্ণ হলেই সে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে। এ বয়স হিসাব করেই প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করাতে হবে। তিনি জানান, রেজিস্ট্রেশনের পূর্বে এফিডেভিটের মাধ্যমে বয়স কমানো যাবে। কিন্তু রেজিস্ট্রেশনের পরে এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়।

অভিভাবকরা অভিযোগ করে বলেন, শিক্ষা বোর্ড ও শিক্ষা অধিদপ্তরের দুইরকমের সিদ্ধান্তে এ বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। তারা অতিদ্রুত এর সমাধান চেয়েছেন।